স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নারী নবজাগরণ

ডঃ দয়াময় মণ্ডল

পবিত্র ভারতবর্ষের মাটিতে সীতা - সাবিত্রী - দময়ন্তীদের জন্ম,পবিত্র ভারত ভূমিতেই সতী সাবিত্রীদের কর্মস্থল। আমরা গর্বিত এই সব মহীয়সীদের সতীত্বে, ত্যাগে ও প্রেমের ধর্মে। আমরা গর্বিত এদের আত্মত্যাগ ও সত্যাদর্শের ধর্মে। আজও এদের স্মরণ করে প্রত্যক্ষ করি এদেশের নারী জাতিকে। স্মরণ করি এদেশের নারী শক্তির মহানুভবতাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এদের নারীত্ব শক্তির সত্যাদর্শকে স্মরণ করে বলেছিলেন – " হে ভারত, ভুলিও না – তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না – তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না – তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের – নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে , ভুলিও না – তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না – তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ।" আসলে স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্র ভারতে মাটিতে নারী শক্তির অতীত ঐতিহ্যময় ইতিহাসকে সামনে রেখেই আর একবার নারী শক্তির জয়গান গেয়েছেন। নারী যে মহামায়া – আদ্যাশক্তি। সতীত্বে মাতৃত্বে মহিমান্বিত এদেশের নারী জাতি জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সেই জন্যই তো বলেছেন 'সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র'

বাংলার সমাজ জীবনে নারী নবজাগরণে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবদান কে না জানে ? রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রথম মেয়েদের স্কুল কলেজের শিক্ষার আঙিনায় আনার উদ্যোগী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মেয়েদের সুশিক্ষার মধ্যদিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার মন্ত্র যুগিয়েছিলেন। রামমোহনের নেতৃত্বে এদেশের রদ হয়েছে সতীদাহ প্রথা। আর বিদ্যাসাগর অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'বিধবা বিবাহ' প্রবর্তন এবং বহু বিবাহ রদ করেছিলেন। নারী জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণে এরা আজীবন ব্রতী ছিলেন। আসলে কুসংস্কারের অন্ধ বেড়াজালে মেয়েরা বদ্ধ হয়েছিলো। সমাজের একশ্রেণীর মোড়ল , পুরোহিত , মোল্লার দল মেয়েদের সংসারের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।মেয়েদের সামজিক মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন। নারীদের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর। সমাজের অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ নারীজাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সমাজের সর্বস্তরে জোরদার সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন । আর এই আন্দোলনকে পূর্ণতা দিয়েছেলেন স্বামী বিবেকানন্দ । যারা এতদিন সমাজে রক্ত চক্ষু দেখিয়ে নারীদের অবমাননা আর অবহেলা করে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা , ভক্তি ও ভালোবাসায় প্রাণোদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সমাজে ঘোষণা করেছিলেন " মেয়েদের পূজা করেই সবজাত বড় হয়েছে। যে দেশে , যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ সে জাতি কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না।"

সমাজে নারী - পুরুষের সমানাধিকার লড়াই - এ সামিল হয়েছিলেন বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। সীতা – সাবিত্রী - দময়ন্তীদের কথা স্মরণ করে সমাজে নারীদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য দেশবাসীর কাছে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানালেন। সমাজের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বার বার বলতেন নারীর কল্যাণ ছাড়া সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। এখন সাম্যের যুগ, অধিকার আদায়ের যুগ। ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে বিবেকানন্দের এই ভাবধারা দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেমের নবজোয়ার দেখা দিয়েছিল । যে কারণে স্বামী বিবেকানন্দের

নেতৃত্বে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে নারী নব জাগরণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষের মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো নারীমুক্তি আন্দোলনের ভাবধারা। বিবেকানন্দের ভারধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সেদিন দেশপ্রেমিক , কবি , বুদ্ধিজীবী, শিল্পী - সাহিত্যিক, সমাজসেবী এরা সকলেই নারী পুরুষের সমানাধিকার লড়ায় - এ এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজ গঠনে বিবেকানন্দের নেতৃত্বকে সেদিন সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। উদার কণ্ঠে বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন " বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ , ভারতের দেবদেবী আমাদের ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই- ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত , 'হে গৌরীনাথ , হে জগদম্বে , আমায় মনুষ্যত্ব দাও , মা আমায় দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর , আমায় মানুষ কর।"

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পরে যদি কেউ এদেশে নারীর কল্যাণে ব্রতী হয়েছিলেন – তিনিই হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে হাঁপিয়ে ওঠা নারীর মনে জুগিয়েছিলেন ত্যাগ ও প্রেমের মন্ত্র। দেশের সর্বস্তরের নারী সমাজের কল্যাণের জন্য শিষ্য ও গুরুভাইদের সৎ পরামর্শ দিতেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যুবতীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উপযুক্ত হাতে - কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নিয়মিত মেয়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গৃহকর্মের শিক্ষা দিতেন।শিক্ষা দিতেন জ্ঞান–বিজ্ঞান, বেদ- বেদান্ত ও শিল্প–সংস্কৃতির। আসলে ভারতের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ তাঁর একান্ত কাম্য ছিলো। এই মহৎ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নারীর কল্যাণে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। মাতৃশক্তির আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন মা সারদা দেবীকে। মা সারদা দেবীকে সামনে রেখেই দেশ- বিদেশের নারী শক্তির পুজো করেছেন। বিশশতকের ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে বিবেকানন্দের এই ভাবদর্শ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আবদুল কালাম এরা সকলেই অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেছিলেন। আজকের ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সঙ্গে বিবেকানন্দের এই মহৎ ভাবদর্শ আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে উঠবে। এই শপথ নিয়েই আমাদের পথ চলা শুরু করতে হবে। তবেই আমরা বিবেকানন্দের মহান সত্যাদর্শকে সামনে রেখেই জাতি গঠনের মহৎ কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়তে পারবো।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধিত"

তথ্য সূত্র – ১. স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী – কালীদাস ভদ্র

২. স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সংস্করণ) – ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

৩.স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ,৩য় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

৪. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

৮. " জাগো বীর" -স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সংকলণ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইনিস্টিটিউট অব কালচার।